খুচরো কথা-৫

ভাষা এবং অন্যান্য

নন্দিনী হোসেন

২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬

যারা ইন্টারনেটে লিখালিখি করেন-তারা অনেকেই করেন মূলত অনেক টা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' ব্যাপারের মতো। তারপর ও লিখালিখিতে সিদ্ধহস্থ এমন অনেক লেখক আছেন- যারা তথাকথিত অনেক পেশাদার লেখক দের থেকে ও বহুগুণ উন্নতমানের লেখা লিখে থাকেন, কি বিষয় বৈচিত্রে,কি ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায়,কি শৈল্পিক গুণে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট গুলোর বদৌলতেই সেসব লেখা পড়ার সুযোগ পাচ্ছি আমরা নিয়মিত। আবার আমার মতো কিছু আনাড়ি লেখক ও আছেন -যারা শুধু নিজের ব্যক্তব্য তুলে ধরার জন্য এই মাধ্যম কে বেছে নিয়েছেন। যাই হোক। মোট কথা যে সব কথা মেইনষ্ট্রীম মিডিয়াতে বলা যায় না সচরাচর, অন্তত এখন ও পর্যন্ত নয় - তাই স্বভাবতই যারা জরাজীর্ণ ধ্যান ধারণার বাইরে কিছু ভাবেন,বা বলতে চান-তাদের জন্য ইন্টারনেট মিডিয়া হিসেবে এক আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়।

আমরা যারা বাংলা ভাষা ভাষী মানুষ, বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছি - তাদের জন্য আজকের যুগে ইন্টারনেট ই হচ্ছে নিজেদের মত প্রকাশের এবং ধারণা বিনিময়ের এক অবারিত দ্বার। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীরা কি ভাবছেন ,কি করছেন তা আমরা জানতে পারছি ইন্টারনেটের কল্যাণে। যা এক অন্য মাত্রা দিচ্ছে। অন্য দিকে উলটো টাও সত্যি।

এই ক'বছর আগে ও আমি হা পিত্যেশ করে থাকতাম 'দেশ'ম্যাগাজিনের জন্য। পরে অপর্ণা সেনের সানন্দা ও আমাকে ওখানকার সাংস্কৃতিক জগতের বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেতে অনেকটা সাহায্য যুগিয়েছে। সেই সাথে কলকাতার ফিল্মের প্রতি একটা আকর্ষণ তো ছিলই। ছিল গানের আকর্ষণ । সাহিত্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। মোটামোটি এ সব কিছুর ই টাটকা খবরাখবর জানতে পারতাম দেশ আর সানন্দা থেকে। সত্যজিত রায় মৃণাল সেন দের যুগ শেষ হয়ে গেলে ও অপর্ণা সেন, বুদ্বদেব দাস গুপ্ত ,ঋতুপর্ণ ঘোষেরা দাপটের সাথেই তাদের নতুন নতুন ফিল্ম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন,তা জেনে আনন্দিত হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল। আজ থেকে দশ বারো বছর আগে ও যখন ঘরে ঘরে ইন্টার নেটের বালাই ছিল না- ছিল না আজকের মতো সহজ যোগাযোগের কোন মাধ্যম ,তখন ও মনে হতো ওপার বাংলাটা কত আপন। আমার বাসায় সব সময় ই সমান প্রাধান্য দিয়ে রাখা হতো, পড়া হতো, দুই বাংলার পত্র পত্রিকা । সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকতাম কখন হাতে পাবো সেই পত্রিকা-ম্যাগাজিন গুলো । যাতে থাকবে বাংলা আর বাঙ্গালী সাহিত্য সংস্কৃতির টাটকা সব খবরাখবর। তখন আজকের মতো বিলেতে বসে বাংলা টিভি চ্যানেল দেখার কোন সুযোগ ছিল না। ছিল না ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়ার সুযোগ। বাংলাদেশের রাজনীতির হালচাল জানার একমাত্র উপায় ছিল এখানকার সাপ্তাহিক পত্রিকার বাসি খবর গুলো। তা ও গো-গ্রাসে গিলতাম ! আনতে আবার ছুট তে হতো ব্রিক লেনে। নিজের আস্তানা থেকে তা ও খুব কাছে নয়। এখন ভাবলে আশ্চর্য্য ই আগে !

একবার কলকাতার Saha Institute of Nuclear Physics থেকে এক দিদি এলেন লন্ডনে উচ্চ তর গবেষণার কাজে । আমার বাসায় ই ছিল তখন তার আস্তানা। আমার কাছে *দেশ* এবং *সানন্দা* দেখে চোঁখ কপালে তুলে তিনি বলেছিলেন ''এ গুলো এখানে ও এসে গেছে'' ! বাসায় ফিরে রাতে তিনি সেগুলো নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে জম্পেশ করে পড়তেন আর মজা করে বলতেন ,বাহ

! এখন আর ধারাবাহিক লেখা গুলো মিস করতে হবে না ! এই সব কথা তিনি আবার সাতকাহন করে কলকাতায় চিঠি লিখে জানাতেন ।

বেশ ছোট বেলায় একবার একজন প্রাজ্ঞ মানুষের কাছে একটি কথা শুনেছিলাম-কথাটি আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। যার জন্য সম্ভবত আজ ও আমার মনে খুব গভীর ভাবে গেঁথে গেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,"**আচ্ছা বলোতো, মানুষ কে সব চেয়ে বেশী অন্য মানুষের সাথে একাত্বতা বোধ করতে সাহায্য করে কোন বিষয়টা** "? আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া। উত্তরটা তিনিই দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, **এক জন মানুষ অপর একজন মানুষ কে সব চেয়ে বেশী আপন ভাবে** ***তার মুখের ভাষায়*** **!**তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন এই ভাবে - "যেমন ধরো আমরা ধর্মে মুসলিম,তোমার সাথে আর ও দুজন মানুষ বসে আছে,একজন ধরো পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী,আরেকজন উর্দুভাষী পাকিস্থানী। পশ্চিম বঙ্গের লোক টি ধর্মে হিন্দু আর পাকিস্থানী লোক টি হচ্ছে মুসলিম। এদের দুজনের সাথেই তোমার কোন চেনাজানা নেই। কিন্তু মজা হচ্ছে যখন তুমি কথা বলবে,তুমি তোমার অবচেতনেই প্রাথমিকভাবে পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাথেই বেশী একাত্বতা বোধ করবে এবং তার সাথে কথা বলতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। মানে তাকেই তোমার নিজের লোক বলে মনে হবে ! অন্যদিকে পাকিস্থানী লোক টি তোমার নিজ ধর্মের হলে ও তোমার কাছে তার সব কিছুই কেমন পর পর ঠেকবে "! (এখানে উল্লেখ্য তিনি ছিলেন ধর্ম প্রাণ মানুষ) আমি সন্দেহ মুক্ত নই,তাঁর বলা কথা গুলো ঠিক ঠাক ভাবে বুঝাতে পারলাম কি না। তবে এই কথার সত্যতা আমি পরে ভালোভাবেই পেয়েছি । মাতৃভাষা যে কত টা গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের কাছে, তা সেদিনকার শুনা এই অতি সহজ উদাহরণেই বুঝেছিলাম । পরবর্তি কালে যখন ই বিষয় টি নিয়ে ভেবেছি,উপলব্দি করেছি কথা টা কতটা খাঁটি।

আজ আমরা হাতের কাছে ইন্টারনেট পেয়েছি। যা খুশী লিখতে পারছি। একে অন্যকে ব্যক্তিগত ভাবে জানি না,চিনি না তবু মনে হয় কত আপন !আমি যখন **সাতরং** প্রতিষ্টার কথা মাথায় নাড়াচাড়া করি-তখন কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম,সামলাতে পারবো কি না ,প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারব কি না ইত্যাকার নানা কিছু। পরে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেছি,ভেবেছি শুরু তো করি তারপর দেখা যাবে। আমার সময়ের বড় একটা অংশ এখন সাতরং এর পিছনে দিতে হচ্ছে। তাতে ব্যক্তিগত জীবনে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়। অনেক কিছু বাদ দিয়ে **সাতরং** এর জন্য সময় বের কর তে হয়। যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমন ভাবে এখন ও গড়ে তুলতে পারি নি। তবে আশা ছাড়ি নি। মাথায় নানা প্ল্যান গিজগিজ করে কিন্তু, সে অনুযায়ী করার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। হয়ত কিছু কিছু অদুর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে,কিছু টা মাথার ভিতর ই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। তবু সাতরং কে নিয়ে এগিয়ে যাবার আমার দৃ ঢ় ইচ্ছার কোন অভাব নেই। আশা করি সফলকাম হবো।

আমি লেখকের লেখার স্বাধীনতায় পুরোমাত্রায় বিশ্বাসী। সবার ধ্যান ধারণা একই ধরণের হবে না। সবাই সব বিষয়ে এক মত ও পোষণ করবে না। এটাই বৈচিত্র,এটাই স্বাভাবিক। লেখার বিষয় নিয়ে তর্ক -বির্তক হবে ,যুক্তি -প্রতিযুক্তি উপস্থাপন করা হবে। এটা ই নিয়ম। এটাই কথা। আমি চাই - সবাই যার যার কথা বলবে এবং সাতরং এ তা অবশ্য ই ছাপা হবে। কিন্তু **একজন** লেখক অন্য আরেক জন লেখক কে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমন করে লিখলে এবং ভাষা ব্যবহারে অসংযমী হলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে । তা দুঃখ জনক ওবটে। যা আমাদের কোন কোন লেখক করে থাকেন। বিষয় বস্তূর গুরুত্ব ই যে কোন লেখাকে পাঠকের কাছে আকর্ষ নীয় করে তুলে। পাঠক তার নিজের ইচ্ছা এবং রুচি অনুযায়ী যে কোন লেখকের লেখা গ্রহণ অথবা বর্জন করবে। বিষয় টা সে ভাবেই পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করে কখন ও বিষয় বস্তর ওজন বাড়ানো যায় না। তা যিনি ই লিখুন। তাতে শুধু পাঠক দের মাঝে অশ্রদ্ধা আর বিরাগেরই জন্ম দেয়। সাতরং এ যে কোন বিষয়ে ,যে কেউ লিখতে পারেন। বি ষয় বস্তর প্রতি কোন বিধি নিষেধ

নেই। কিন্তু দয়া করে লেখার সময় মনে রাখবেন - যে বিষয় নিয়ে লিখছেন সেটি ই আপনার হয়ে কথা বলবে। ব্যক্তি বিদ্বেষ পুর্ণ লেখা অনভিপ্রেত ,অগ্রহনযোগ্য। ভবিষ্যতে এই ধরনের লেখা ফেরত পাঠানো হবে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য - অথবা আমি নিজেই এডিট করে ছাপাবো। আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র গন্ডিতে আমরা আর কিছু না পারি অন্তত মত প্রকাশের সুস্থ ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হবো । এবং আমি এও প্রত্যাশা করি এ বিষয়ে সবার সহযোগীতা পাবো।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই সমান,শুধু সুস্থ্য ভাষায় তা প্রয়োগ করুন - এটাই সবার প্রতি অনুরোধ !